আগামী নির্বাচনে গণতন্ত্র বিজয়ী হবে

গত দুই দশকে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বলে মন্তব্য করেছেন চেক প্রজাতন্ত্রের ইউরোপিয়ান পিপল’স পার্টির রাজনীতিবিদ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মেম্বার টমাস জেডেচভস্কি। বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার বাঘ হিসাবে উল্লেখ করে তিনি জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে দেশটির শক্তিশালী বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। গত ৭ নভেম্বরে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত ‘বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার’ শীর্ষক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেছেন।

বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে গণতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে দেখা হচ্ছে জানিয়ে টমাস জেডেচভস্কি আরও বলেন, এই নির্বাচনে গণতন্ত্র বিজয়ী হবে বলে তার আত্মবিশ্বাস রয়েছে। বাংলাদেশ আর ইউরোপীয় ইউনিয়নকে দুটি পক্ষ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার ভিত্তিতে একটি গঠনমূলক এবং ভারসাম্যপূর্ণ অংশীদারিত্ব এখন প্রয়োজন।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত ৪৭টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ১১টি ইসলামী দলের উল্লেখ করে অনুষ্ঠানের সহ-আয়োজক এবং স্টাডি সার্কেল লন্ডনের চেয়ারপারসন সৈয়দ মোজাম্মেল আলী বলেছেন, পশ্চিমা শক্তিগুলো যদি সতর্ক না হয়, তাহলে বাংলাদেশ মৌলবাদীদের হাতে চলে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। সাম্প্রতিক গ্লোবাল গেটওয়ে সামিটকে বাংলাদেশি সরকারের প্রতি আস্থার ভোট হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের প্রতি আস্থা না রাখলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই ধরনের সহায়তা দিত না বলে তিনি জানান।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের রোম সংবিধিসহ সকল প্রধান আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কনভেনশনের পক্ষে বাংলাদেশ ছিল বলে উল্লেখ করেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস স্ট্র্যাটেজি ফোরামের ড. রায়হান রশিদ। মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত ১.২ মিলিয়ন রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশের আশ্রয় দেয়ার বিষয়টি সামনে আনেন তিনি। তার মতে, এই ঘটনা মানবাধিকারের পক্ষে বাংলাদেশের অবস্থানকে প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশিদের জন্য সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্যই ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ

মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল এবং বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল বলে সম্মেলনে জানান বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান। তাই এই দেশ মানবাধিকারবান্ধব না হয়ে পারে না বলে তিনি যুক্তি দেন। সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি।

মানবাধিকারের বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন সামাজিক অধিকার, শিক্ষার অধিকার এবং শিশুদের অধিকারকে বাংলাদেশ সমুন্নত রেখেছে বলে সম্মেলনে জানান ড. মিজানুর রহমান। এর উদাহরণ হিসেবে ১ জানুয়ারি দেশে ৩৫ মিলিয়ন পাঠ্যবই বিনামূল্যে বিতরণ করার উদাহরণ সামনে আনেন তিনি। ভূ-রাজনৈতিক মানবাধিকারকে একটি নব্য-ঔপনিবেশিক পদ্ধতি বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো ছোট ও দুর্বল রাষ্ট্রকে চাপ দেয়ার জন্য এটি ব্যবহার করলে সার্বভৌম সমতার আন্তর্জাতিক নীতি লঙ্ঘিত হয়। বাংলাদেশ তার গণতান্ত্রিক অবকাঠামোকে আরও শক্তিশালী, সমৃদ্ধ এবং টেকসই করতে তার ইউরোপীয় মিত্রদের কাছ থেকে সমর্থন আশা করে বলে জানান ড. মিজানুর রহমান।

বাংলাদেশে একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ চলছে, তা ভুলে গেলে চলবে না জানিয়ে ড. রায়হান রশিদ বলেন, ওই লড়াইয়ে এক পক্ষ পরাধীনতা বেছে নিয়েছে কিন্তু অন্য পক্ষ স্বাধীনতা বেছে নিয়েছে। এক পক্ষ সম-অধিকার বেছে নিলেও অন্য পক্ষ বেছে নিয়েছে অসম্মান। এক পক্ষ ধর্মনিরপেক্ষতা বেছে নিলেও অন্য পক্ষ বেছে নিয়েছে ধর্মীয় রাষ্ট্র। আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশি ভোটারদের এর মধ্য থেকেই পক্ষ বেছে নিতে হবে বলে জানান তিনি।

সহিংসতা ও ভুল তথ্য মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক মিত্রদের বাংলাদেশের পাশে থাকার আহ্বান

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সহিংসতা ও ভুল তথ্য বা গুজব দুটি প্রধান বাধা বলে

মন্তব্য করেছেন বিশ্লেষকেরা। ‘সহিংসতা ও ভুল তথ্য: বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা’ শীর্ষক ওয়েবিনারে এই সংকট মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক মিত্রদেরকে বাংলাদেশের পাশে থাকা উচিত বলে মনে করেন তারা। বাংলাদেশের অগ্রগতি, বিশেষ করে পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল এবং মেট্রোরেলের মতো বৃহৎ অবকাঠামোগত উন্নয়নের (মেগা প্রকল্প) কথা উল্লেখ করে টানা ১৫ বছর সরকারের ধারাবাহিকতাকে কৃতিত্ব দেন তারা।

ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন কাউন্সিলম্যান, মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট লেখক ড. নুরুন নবী। এতে আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক আবদুর চৌধুরী, অধ্যাপক এবিএম নাসির, নিরাপত্তা বিশ্লেষক ক্রিস ব্ল্যাকবার্ন, রাজনৈতিক বিশ্লেষক সেথ ওল্ডমিক্সন এবং জ্যেষ্ঠ গবেষক ড. মাজহারুল ইসলাম রানা।

বক্তারা লাখ লাখ মানুষকে দারিদ্রতা থেকে বের করে আনতে মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের উপবৃত্তিসহ সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সম্প্রসারণে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া জামায়াত-বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিরোধীদল নৈরাজ্য ও সহিংসতা সৃষ্টি না করলে বাংলাদেশ আরও অগ্রগতি অর্জন করতে পারে বলেও দাবি করেন তারা।

তাদের মতে, গত ২৮ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম নদীর তলদেশে তৈরি টানেল উদ্বোধনের দিন বিএনপি জামায়াত ঢাকায় সরকারবিরোধী সমাবেশের আয়োজন করে, সহিংসতা চালায়, একজন পুলিশ সদস্যকে হত্যা করে, হাসপাতালে বেশ কয়েকটি বাস ও অ্যাম্বুলেন্স জ্বালিয়ে দেয়, প্রধান বিচারপতির বাড়িতে হামলা চালায় এবং বেশ কয়েকজন সাংবাদিককে আহত করে।

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য বিরোধী দলগুলোর দাবির কথা উল্লেখ করে বক্তারা প্রশ্ন রাখেন- কেন তারা অসাংবিধানিক কিছু দাবি করেছে? তারা সংবিধানের কথা উল্লেখ করে জানান, নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানেই নির্বাচন হওয়া উচিত।

আলোচনায় অংশ নিয়ে অধ্যাপক আবদুর চৌধুরী বলেন, ‘গোল্ডম্যান স্যাকস অ্যান্ড চেজ’ বাংলাদেশকে বিশ্বের পাঁচটি উদীয়মান অর্থনীতির একটি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ১৯৭১ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে এ পর্যায়ে উঠে আসা এক আশ্চর্যজনক অগ্রগতি। বাংলাদেশ

২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পথে রয়েছে। বাংলাদেশ কাজ করছে এর বিশাল মানব সম্পদ থেকে দক্ষ শ্রমশক্তি নিয়ে।‘ তিনি বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিশেষ করে ধারাবাহিক ও বৈচিত্র্যময় খাতে বিদেশি বিনিয়োগের পক্ষে মত দেন।

ক্রিস ব্ল্যাকবার্ন ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটিউটের (আইআরআই) সাম্প্রতিক এক জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, দবর্তমান সব অর্থনৈতিক ইস্যু সত্ত্বেও শেখ হাসিনার ৭০ শতাংশ অনুমোদন রেটিং রয়েছে। সম্প্রতি ফরাসি প্রেসিডেন্ট বলেছেন- ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে জোরালোভাবে লড়াইয়ে বাংলাদেশের অব্যাহত সমর্থনের কারণে ফ্রান্স বাংলাদেশে তৃতীয় ধারাবাহিকতাকে সমর্থন করবে।‘

ব্ল্যাকবার্ন উল্লেখ করেন যে, জামায়াত-বিএনপি নেতৃত্বাধীন একচেটিয়া ভুল তথ্য বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলে, তাই ইউরোপীয় ও আমেরিকান উভয় অংশীদারদেরই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভুল তথ্য প্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এগিয়ে আসা উচিত। তিনি আরও উল্লেখ করেন, তারেক জিয়া সহিংসতার প্রতীক! যুক্তরাজ্য সরকার তারেক জিয়ার ও বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের একই চোখে দেখে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুল তথ্য বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষতি করছে এবং বিএনপি এটা খুব ভালো করেই জানে। কিন্তু বিএনপি অগ্নিসংযোগ ও অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

ড. মাজহারুল ইসলাম বাংলাদেশে ভুল তথ্য ও ভুল তথ্যের প্রভাব এবং এটি কীভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, ‘স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ক্রমাগত ভুল তথ্য, ভুল তথ্য ছড়িয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যার চক্রান্ত তৈরি করেছে এবং একই স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি পলাতক বিএনপি নেতা তারেক জিয়া, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার পলাতক আসামি ও জামায়াতে ইসলামীর নির্দেশনায় আজও সক্রিয় রয়েছে। ভিসা নিষেধাজ্ঞা, আসন্ন নির্বাচন এবং সংখ্যালঘু নিপীড়ন নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের সাম্প্রতিক হুমকি সম্পর্কে তারা ভুল তথ্য ছড়িয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বাজে উদাহরণগুলো হল, সাংবাদিক চন্দন নন্দীর ‘রান্না করা গল্প’। ২০২৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ইইউ পার্লামেন্টে অধিকারের মামলা নিয়ে রেজুলেশন পাস এবং ২৮ অক্টোবর বাংলাদেশে বিএনপির সহিংসতা নিয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় থেকে ৩১ অক্টোবরের প্রেস ব্রিফিং নোটগুলো ভুল তথ্যের ফসল।’

২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় আসার পর ধারাবাহিক সহিংসতার উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল ছিল দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে সহিংস সময়। ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মী ও উগ্র ইসলামপন্থীদের সহিংসতা অব্যাহত ছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নেতাকর্মী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু এবং প্রগতিশীল ব্লগারদের লক্ষ্য করে এর পুনরাবৃত্তি ঘটে।

তিনি বলেন, ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর বিএনপি-জামায়াতের দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর থেকে একই ধরনের সহিংসতা পুনরায় দেখা দিয়েছে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, একটি টেকসই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং একটি অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন কেবল তখনই কার্যকর হবে যখন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে সহিংসতা ও ভুল তথ্যের এজেন্টদের সরিয়ে দেওয়া হবে।

সেথ ওল্ডমিক্সন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সহিংস চরমপন্থীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে জনবল নিয়োগ এবং বাংলাদেশে সহিংসতা উস্কে দিতে বেশ সক্রিয়।

মার্কিন দূতাবাসের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘দূতাবাসকে সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। জামায়াত একটি জটিল এবং কঠিন সমস্যা, তারা রাজনৈতিক দল হিসাবে বিবেচিত না। জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রকে কঠিন অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। কিন্তু বিএনপি-জামায়াত যদি বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসে, ওই সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রকে সম্পর্ক রাখতে হবে। রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে ভারসাম্য বজায় রাখা খুব জটিল কাজ।’

‘বাংলাদেশে অস্থিরতা তৈরি করতে

চায় যুক্তরাষ্ট্র’

আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে ইস্যু করে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চায় বলে মনে করছেন ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এসওয়াই রামাদান। তার মতে, যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশে তার নিয়ন্ত্রণ। এখানে সুষ্ঠু বা অবাধ নির্বাচন হলো কি না সে বিষয়ে আগ্রহ নেই তাদের। একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এসব কথা বলেন।

তবে কোনো দেশের অভ্যন্তরীন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র এমন আগ্রহকে প্রশ্নের চোখে দেখছেন ইউসুফ এসওয়াই রামাদান। তিনি বলেন, ‘আমি সোজা সাপ্টা একটা কথা বলতে চাই। যুক্তরাষ্ট্র আসলে এদেশে অস্থিরতা তৈরি করতে চায়। নির্বাচন সুষ্ঠু হলো কি হলো না তাদের কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা একটি সতর্কতা।’

নিজের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে ইউসুফ বলেন, ‘ভৌগলিকভাবে ভারত ও চীনের মত শক্তিশালী দেশের মধ্যে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। মূল সংকট হলো যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শক্র চীন, তাদের আপত্তি চীনের উদয়মান অর্থনীতি। তাদের অনুদানের সক্ষমতাসহ, চীনের গোটা অবস্থান যুক্তরাষ্ট্র মেনে নিতে পারছে না। আর সেজন্যই যুক্তরাষ্ট্র চায় চীনের ডানা কেটে দিতে এবং যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে বাংলাদেশ চীনের সেই ডানার একটি ছোট অংশ।’

যুক্তরাষ্ট্র মনে করে- তার চেয়ে চীন, ভারত ও রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ, যা ওয়াশিংটনের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যোগ করেন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত।

ইউসুফ এসওয়াই রামাদান বলেন, ‘জনসংখ্যা দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। এটা একটা বড় মার্কেট। এত বড় মার্কেটে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্য কম কেন? তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশ কেন অস্ত্র কিনছে না? কেন শুধু চীন বা রাশিয়া বা কোন কোন ক্ষেত্রে ভারত থেকে অস্ত্র কিনছে? কোয়াডের কথাই বলি বা যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন জোট, কেন বাংলাদেশ তার সদস্য হচ্ছে না? বাংলাদেশ কেন তাদের নেতৃত্বধীন জোটে যেতে অস্বীকার করেছে? ’

ইউসুফ বলেন, ‘কেন বাংলাদেশ তার ভূখণ্ডের একটি অংশে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বা নৌ ঘাঁটি স্থাপনের জন্য দিতে চায় না।

বাংলাদেশকে কে যুক্তরাষ্ট্রকে ‘না’ বলতে শিখিয়েছে? বাংলাদেশের না
– বলা মেনে নিতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র।’

শক্তিশালি দেশের অপশন না মানলে কি হবে তাও জানান ইউসুফ এসওয়াই রামাদান। তিনি বলেন, ‘যখন বাংলাদেশ না বলবে তখন তাকে মূল্য দিতে হবে। বাংলাদেশকে দুটো অপশন দেয়া হয়েছে, হয় তুমি যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমাদের পক্ষে অবস্থান নেবে, না হয় বাকি দেশগুলোকেও না বলে দেবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের হাতের পুতুল হবে।’

ফিলিস্তিনি দূত বলেন, ‘আর দ্বিতীয় অপশনটি হলো যুক্তরাষ্ট্রকে না বলে নিজের স্বাধীন সাবভৌমত্ব ধরে রাখবে এবং বলবে বাংলাদেশ তার মান মর্যাদা ধরে রেখে জনগণের পক্ষে থাকবো এবং স্বাধীনভাবে নিজের সিদ্ধান্ত নিবে। দুটোর জন্যই মূল্য দিতে হবে।’

ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূতের পর্যবেক্ষণ, পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলো নিজেদের শক্তিধর মনে করে এবং বিশ্বাস করে বিশ্বের তৃতীয় পর্যায়ের দেশগুলো তাদের হুকুম মেনে চলতে বাধ্য।

ইউসুফ এসওয়াই রামাদান বলেন, ‘আমাদের বেলায় পশ্চিমারা তিনটি অপশন রেখেছে। তাদের ভাষ্য হলো আমরা ইসরায়েলি দখলদারিত্বের অধীনে থাকলে শান্তি আসবে কিন্তু তাতে আমাদের মান মর্যাদা বিসর্জন দিতে হবে। অথবা আমরা আমাদের ভূমি ছেড়ে চলে যাব যার ফলে ইসরায়েলের আয়তন আরো বাড়বে, তারা আমাদের বাড়ি ঘর দখল করে নেবে।’

রাষ্ট্রদূত বলেন, ‘আরেকটা বিকল্প হচ্ছে আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, এক্ষেত্রে পশ্চিমারা আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না, দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে তারা কথা বলবে না, বরং তারা আমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তারা আমাদের প্রভু, প্রভুর কথা অনুযায়ীই চলতে হবে, এটাই তাদের বিশ্বাস।’

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সাংবাদিক

সৈকত রুশদীর জন্মদিন আজ

মেহেরপুরের কৃতি সন্তান কানাডা প্রবাসী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সাংবাদিক, বেতার ও টেলিভিশন ভাষ্যকার লেখক ও কবি সৈকত রুশদীর ৬৫তম জন্মদিন আজ।
বাংলাদেশে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেনের দূতাবাসে তিনি রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও জনবিষয়ক কর্মকর্তা হিসেবেও ১৯৯২ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি কানাডায় সিশন নামের একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠানে মূল্যায়ন সম্পাদক ও গণমাধ্যম বিশ্লেষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।
তিনি ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের নির্বাচিত যুগ্ম সম্পাদক (১৯৯১-১৯৯২) ছিলেন। বিবিসি ছাড়াও বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ভয়েস অব আমেরিকা, চ্যানেল আই, এটিএন কানাডা ও এক্সএম স্যাটেলাইট রেডিওসহ অসংখ্য গণমাধ্যমে সাংবাদিক ও সম্প্রচারক হিসেবে কাজ রেখেছেন। তিনি ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের লন্ডনস্থ সদর দফতরে সম্প্রচারক হিসেবে কাজ করেছেন।
সৈকত রুশদি ১৯৫৯ সালের ৫ নভেম্বর মেহেরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। মেহেরপুরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। পরে ঢাকার ইন্টারমিডিয়েট টেকনিক্যাল কলেজ থেকে ১৯৭৪ সালে এসএসসি এবং আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে ১৯৭৬ সালে এইচএসসি পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ১৯৮০ সালে সমাজবিজ্ঞানে সম্মানসহ স্নাতক , ১৯৮১ সালে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন । সাংবাদিক হিসেবে তাঁর পেশাগত জীবন শুরু হয় ১৯৭৮ সালে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রদায়ক হিসেবে। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত তিনি তিনটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা (দৈনিক দেশ, দৈনিক খবর ও দ্য বাংলাদেশ টাইমস) এবং তিনটি সাপ্তাহিকীতে (বিচিত্রা, মতামত ও কলকাতা থেকে প্রকাশিত দেশ) কাজ করেন।
তাঁর প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে: অমর একুশে, বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের উপরে সংকলন (লন্ডন, ১৯৮৪, সম্পাদক); হল্ট গ্রিনহাউজ, পরিবেশ বিষয়ক সংকলন (ঢাকা, ১৯৯১, সম্পাদক, বিকাশ চৌধুরী বড়ুয়া সহ); ও;অচিন পাখি, উপন্যাস (ঢাকা, ২০০২ ও ২০২০)। কাঠের কাজ: শহীদ মিনার, বাংলাদেশ সেন্টার (লন্ডন, ১৯৮৪)।
স্ত্রী গণমাধ্যম বিশ্লেষক ও কবি শিউলী জাহান রুশদী হক এবং একমাত্র সন্তান টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপল রুশদী হকসহ তিনি কানাডায় বসবাস করেন।

যুক্তরাষ্ট্রকে পাত্তাই দিচ্ছেন না শেখ হাসিনা

কারোর চোখ রাঙানি সহ্য করবেন না শেখ হাসিনা। পাত্তাই দিলেন না যুক্তরাষ্ট্রকে। উল্টে কড়া হুঁশিয়ারি। হত্যাকারীদের সাথে কোন বৈঠক নয়। বাংলাদেশের নির্বাচন হবে সংবিধান মতো। আরো তেতে উঠছে বিরোধীরা। নির্বাচনের আগেই চরম অশান্তির ছায়া। জড়িয়ে গেল বাইডেনের নাম! তাহলে বলতে টা কি চাইছেন হাসিনা? কী হতে চলেছে?

বাংলাদেশ জুড়ে এখন হলুস্থুল কাণ্ড। নির্বাচনের আগেই ঢাকার বাতাসে হিংসার গন্ধ। উদ্বিগ্ন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে বিশ্বের বহু পরাশক্তি। তাই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শর্তহীন সংলাপ করার আহ্বান জানান মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস। কিন্তু সেই কথাকে এক্কেবারেই তোয়াক্কা করলেন না শেখ হাসিনা। বিএনপির সাথে কোন রকম সংলাপ নয়। শেখ হাসিনার কড়া জবাব, পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় বিরোধী দলের সংজ্ঞা অনুযায়ী বিরোধী দল তারাই যাদের সংসদে সিট আছে। এর বাইরে যে দলগুলো আছে, আমেরিকার মতো দেশেও কিন্তু তাদের বিরোধী দল হিসেবে গণ্য করা হয় না। রীতিমত বিরোধীদের খোঁচা দিয়েই বললেন, পার্লামেন্টের অংশ নয় এমন দলকে বাংলাদেশে বিরোধীদল বলা হয় না।

শেখ হাসিনার স্পষ্ট কথা, যেদিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আর সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে সংলাপ হবে, সেদিনই তিনি বিরোধীদের সঙ্গে সংলাপ করবেন। তার আগে বিরোধী দলগুলোর সাথে কোন ধরনের কথা নয়। হত্যাকারীদের সঙ্গে কোন আলোচনার ব্যাপারই নেই। কারণ এটা বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মানুষ হত্যাকারীদের সঙ্গে কোনো আলোচনা চায় না। তবে নির্বাচন নিয়ে কোন চিন্তা নেই। যথাসময়ে ভোট গ্রহণ করা হবে। মূলত বিএনপিকেই কাঠগোড়ায় তুলছেন শেখ হাসিনা। তার মতে, জাতীয় নির্বাচনের আগে বিএনপি অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করছে। বিএনপি চাইছে না ভোট সুষ্ঠুভাবে হোক। তৈরি করছে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি।

সাথে কড়া প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে। শেখ হাসিনার কথায়, এই সময় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের প্রশ্ন করা উচিত ছিল, সাম্প্রতিক সহিংসতায় যে এতগুলো মানুষ হত্যা হলো সেই বিষয়ে কেন কোন মন্তব্য নেই? কেন তারা বিচারের দাবি করে না? হাসিনার

প্রশ্ন, ২৮ শে অক্টোবর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় যে তীব্র অশান্তি হল, মানুষের মৃত্যু হল, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো এত নীরব কেন? কোথায় গেল মানবিক বোধ? তাই “মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডিনার খাক আর ডায়লগ করুক, এটা আমাদের দেশ। আমরা স্বাধীনতা এনেছি রক্ত দিয়ে। কাজেই আমাদের সার্বভৌমত্বের বিষয়টা যুক্তরাষ্ট্রের মাথায় রাখা উচিত”। কে চোখ রাঙালো আর কে বাঁকালো তার কোন পরোয়া করেন না তিনি। অনেক সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা করেছেন গণতন্ত্র। সেখানে কোনো আঁচ আসতে দেবেন না। ভারত, কানাডা, ইংল্যান্ড সহ সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশে যেভাবে নির্বাচন হয়, বাংলাদেশেও ঠিক সেটাই হবে।

শেখ হাসিনা তীব্র জবাবে পাল্টা প্রতিক্রিয়া যে আসবে তা আশাই করা যায়। অপরদিকে বিএনপি তোপ দাগছে আওয়ামী লীগের উপর। যদি সুষ্ঠু সমাধান না হয় তাহলে নির্বাচন কিভাবে শান্তিপূর্ণ হবে? এটা সত্যি চিন্তার বিষয়। শাসক দল আর বিরোধী দলের মধ্যে বাকবিতণ্ডা, দ্বন্দ্ব একেবারেই নতুন নয়।

জাতিসংঘের বিবৃতির প্রতিবাদ জানালো সরকার, সংশোধনের আহবান

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের দপ্তরের (ওএইচসিএইচআর) সাম্প্রতিক বিবৃতির প্রতিবাদ জানিয়েছে সরকার। চিঠির সঙ্গে ২৮ অক্টোবরের সহিংসতার ছবি ও ভিডিও ফুটেজ যুক্ত করে পাঠানো হয়েছে।

বুধবার (১ নভেম্বর) জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন থেকে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কাছে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসনের অধীনে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠানের এক দফা অসাংবিধানিক দাবির নামে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) কর্তৃক সহিংসতায় সরকার বিস্মিত। বিএনপির

অনুরোধে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কিছু নির্দিষ্ট শর্তে গত ২৮ অক্টোবর তাদের দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করার অনুমতি দেয়। তবে, বিএনপি কর্মীরা নির্বিচারে রাস্তায় সহিংসতা, অগ্নিসংযোগ এবং ব্যক্তি ও সম্পদের ওপর হামলা করে।

এতে বলা হয়, এ সহিংসতার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়েছে- আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ, নিরাপরাধ নাগরিক, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি সম্পত্তি। অসংখ্য ছবি এবং ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, পুলিশের একজন সদস্যকে নির্দয়ভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে- দিনের আলোতে, প্রকাশ্য রাস্তায়। আরও কয়েক ডজন আইন প্রয়োগকারী সদস্যদের আক্রমণ ও আহত করা হয়েছিল। বাসের কন্টাক্টরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে।

চিঠিতে আরও বলা হয়, বাস, ফায়ার সার্ভিসের ট্রাকসহ অন্যান্য গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়, প্রধান বিচারপতি ও দেশের সর্বোচ্চ আদালতের অন্যান্য বিচারকদের বাসভবন ভাঙচুর করা হয়। পুলিশ হাসপাতাল চত্বর ও অ্যাম্বুলেন্সে আগুন দেওয়া হয় এবং বেশ কয়েকটি থানায় ভাঙচুর করা হয়, সাংবাদিক ও ক্যামেরাপারসনদের আক্রমণ করা হয়েছে। এমনকি বিএনপির এমন ক্রমাগত নৃশংসতার মুখেও সরকার এবং এর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী অত্যন্ত সংযম ও ধৈর্য্য প্রদর্শন করেছে এবং আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সর্বোত্তম শক্তি প্রয়োগ করেছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করতে এবং সহানুভূতি অর্জনের জন্য বিএনপি মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে উল্লেখ করে চিঠিতে বলা হয়েছে, বিএনপি সদরদপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভুয়া উপদেষ্টার পরিচয় দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। জনগণ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করার পেছনে বিএনপির উদ্দেশ্য হচ্ছে আগামী নির্বাচন ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করা। দুর্ভাগ্যবশত, ওএইচসিএইচআর বিএনপির মিথ্যা তথ্য প্রচারের জন্য বিভ্রান্ত হয়ে থাকতে পারে।

এতে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়, ওএইচসিএইচআর বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সমাদৃত। এর কাজ অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতার নীতিগুলো প্রতিফলিত করবে। ফলে কোনো বিবৃতি প্রকাশের আগে সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও তা যাচাই করে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকার আশা করে গত ৩১ অক্টোবর ওএইচসিএইচআর যে বিবৃতি দিয়েছে বাস্তবতার নিরিখে তা সংশোধন করবে।

সরকার যে কোনো মূল্যে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে এবং একটি অবাধ, সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উল্লেখ করে চিঠিতে আরও বলা হয়, নির্বাচন কমিশন (ইসি) স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা। আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তারা নিয়মিত সংলাপ করছে। ইসি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। এ বিষয়ে ইসি বাংলাদেশের আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও বিদেশি গণমাধ্যমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

এরআগে ওএইচসিএইচআর গত মঙ্গলবার তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের সংকটের এ সময়ে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনে সরকারকে সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ২৮শে অক্টোবরের ঘটনা এবং চলমান সহিংসতার সময় দুই পুলিশ কর্মকর্তাসহ অন্তত ১১ জন নিহত এবং শতাধিক আহত হয়েছেন।

সায়মা ওয়াজেদ ডাব্লিউএইচওর আঞ্চলিক পরিচালক নির্বাচিত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডাব্লিউএইচও) আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতের নয়াদিল্লি থেকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম এ তথ্য জানান।

বাংলাদেশ, ভুটান, গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া ডিপিআরকে, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং তিমুর-লেস্তে বুধবার নয়াদিল্লিতে ডব্লিউএইচওর আঞ্চলিক অধিবেশনের তৃতীয় দিনে ভোটে অংশ নেয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য কমিটি। সায়মা আট ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম। অপর প্রার্থী, নেপাল মনোনীত ডা. শম্ভু প্রসাদ আচার্য্য পেয়েছেন দুটি ভোট।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বুধবার দুপুরে তাঁর দপ্তরে

সাংবাদিকদের বলেন, ‘আজ আমরা একটা সুখবর পেয়েছি। খুবই সুখবর। আমরা অনেক দিন ধরেই এ নির্বাচনের জন্য প্রচার চালাচ্ছিলাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে আগামী পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।’

সায়মা ওয়াজেদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা এবং একজন মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ-বিশেষ করে অটিজমের ভূমিকার জন্য বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত। তিনি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ডাব্লিউএইচও -এর মহাপরিচালকের উপদেষ্টা। তার নাম এখন ডাব্লিউএইচও নির্বাহী বোর্ডের ১৫৪ তম অধিবেশনে নিয়োগের জন্য জমা দেওয়া হবে। আগামী ২২-২৭ জানুয়ারি সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে ওই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

এরপর তিনি ১ ফেব্রুয়ারি থেকে পাঁচ বছরের মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এর সাথে, সায়মা ওয়াজেদ প্রথম বাংলাদেশি হবেন যিনি ডাব্লিউএইচও -এর আঞ্চলিক বিভাগের অংশ হিসাবে 1948 সালে তৈরি করা পদে অধিষ্ঠিত হবেন।

বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক পদে সায়মা ওয়াজেদকে মনোনীত করেছিল। ডব্লিউএইচও দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলবিষয়ক অফিস ওই সংস্থার ছয়টি আঞ্চলিক অফিসের মধ্যে একটি। এটি সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত।

সায়মা ওয়াজেদ ১৯৯৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে স্নাতক এবং ২০০২ সালে ক্লিনিক্যাল মনস্তত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৪ সালে স্কুল সাইকোলজির ওপর বিশেষজ্ঞ ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময় তিনি বাংলাদেশের নারীদের উন্নয়নের ওপর গবেষণা করেন। এ বিষয়ে তার গবেষণাকর্ম ফ্লোরিডার অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ সায়েন্টিফিক উপস্থাপনা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।

তিনটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করলেন হাসিনা-মোদি

ভারতের অর্থায়নে বাস্তবায়িত তিনটি উন্নয়ন প্রকল্প যৌথভাবে উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার ভার্চুয়ালি এই প্রকল্পগুলো উদ্বোধন করা হয়। গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং নয়াদিল্লি থেকে যুক্ত হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রকল্প তিনটি হলো—আখাউড়া- আগরতলা আন্তসীমান্ত রেলসংযোগ, খুলনা-মোংলা বন্দর রেললাইন এবং মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের দ্বিতীয় ইউনিট।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘উন্নয়ন প্রকল্পগুলো উভয় দেশের জনগণের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। এছাড়া আঞ্চলিক যোগাযোগ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর উদ্বোধন পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বহিঃপ্রকাশ। এজন্য আমি নরেন্দ্র মোদিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বিগত বছরগুলোতে আমরা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছি। বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ খাতে আমাদের অর্জন দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লাভ করেছে। চট্টগ্রাম বন্দর, মোংলা বন্দর এবং চট্টগ্রাম বিমানবন্দর ভারতের জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।’

বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ মনে করিয়ে দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, ‘বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্যের হার ২০০৬ সালে ছিল ২৫.১ শতাংশ। ২০২২ সালে ৫.৬ শতাংশে নামিয়ে এনেছে আওয়ামী লীগ সরকার। মাথাপিছু আয় ২০০৬ সালে ৫৪৩ মার্কিন ডলার থেকে ২৭৬৫ মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়েছে।’

যৌথ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ‘এটা আনন্দের বিষয় যে আমরা আবারও ভারত-বাংলাদেশ সহযোগিতার সাফল্য উদযাপন করতে সংযুক্ত হয়েছি। আমাদের সম্পর্ক ক্রমাগত নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাচ্ছে। গত ৯ বছরে আমরা একসঙ্গে যে কাজ করেছি, তা আগের কয়েক দশকেও করা হয়নি।’

তিনি আরও বলেন, ‘সীমান্তে শান্তি, নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। এটি কয়েক দশক ধরে ঝুঁলে ছিল। আমরা সমুদ্রসীমার বিরোধও সমাধান করেছি। গত ৯ বছরে ৩টি নতুন বাস পরিষেবা চালুর মাধ্যমে ঢাকা, শিলং, আগরতলা, গুয়াহাটি এবং কলকাতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।’

ভারতের প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘গত ৯ বছরে ৩টি নতুন ট্রেন পরিষেবাও শুরু হয়েছে। ২০২০ সাল থেকে পার্সেল এবং কন্টেইনার ট্রেনগুলোও ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে চলছে, গঙ্গা বিলাস নামে বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রমোদতরী চালু করে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পর্যটনও চাঙ্গা করা হয়েছে। গত ৯ বছরে আমাদের (বাংলাদেশ ও ভারতের) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য তিনগুণ বেড়েছে।’

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে। বাংলাদেশের এই উন্নয়নে অংশীদার হতে পেরে আমরা গর্বিত।’ তিনি বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে বর্তমান সরকার। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভারত সব সময় বাংলাদেশের পাশে থাকবে।’ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভারত সব সময় বাংলাদেশের পাশে আছে এবং থাকবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

আখাউড়া-আগরতলা আন্তসীমান্ত রেলসংযোগ প্রকল্পটি ভারত সরকারের ৩৯২ কোটি ৫২ লাখ টাকার অনুদান সহায়তার আওতায় বাস্তবায়িত হয়েছে। রেলসংযোগের দৈর্ঘ্য ১২ দশমিক ২৪ কিলোমিটার এবং বাংলাদেশে ৬ দশমিক ৭৮ কিলোমিটার ডুয়েল গেজ রেললাইন এবং ত্রিপুরায় ৫ দশমিক ৪৬ কিলোমিটার।

খুলনা-মোংলা বন্দর রেললাইন প্রকল্পটি ভারত সরকারের ছাড়ের লাইন অব ক্রেডিটের আওতায় ৩৮৮ দশমিক ৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মোংলা বন্দর ও খুলনার বিদ্যমান রেল নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ করা হবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর মোংলা ব্রডগেজ রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎ প্রকল্পে ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ভারতীয় ঋণসহায়তার আওতায় বাংলাদেশের খুলনা বিভাগের রামপালে অবস্থিত একটি ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট (২x৬৬০) সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট (এমএসটিপিপি) প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এই পাওয়ার

প্ল্যান্টের প্রথম ইউনিটটি ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে উভয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে উদ্বোধন করেন এবং ইউনিট-২ চলতি বছরের ১ নভেম্বর উদ্বোধন করবেন।

ইডেনে ফিলিস্তিনের পতাকা উড়ানোয় আটক ৪

ইজারায়েল ও ফিলিস্তিনের যুদ্ধ বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। যা পুরো বিশ্বের কার কাছে অজানা নয়। এইবার ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে দেখা গিয়েছে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যকার ম্যাচে। ফিলিস্তিনের পতাকা নিয়ে মাঠে প্রবেশ করায় ৪ যুবকে আটক করেছে কলকাতার পুলিশ।

মঙ্গলবার (৩১ অক্টোবর) বিশ্বকাপের ম্যাচে বাংলাদেশকে ৭ উইকেটে হারায় পাকিস্তান। জানা গেছে, এই ম্যাচ দেখতে স্টেডিয়ামে ঢোকার গেটেই ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে দেখা যায় সেই চার যুবককে। পরে ম্যাচ চলাকালীন সময় স্টেডিয়ামে সেই পতাকা উড়িয়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে স্লোগান দেন তারা। সেই অভিযোগে আটক করা হয় তাদের।

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, চার জনের দুইজনকে ছয় নম্বর গেটের কাছ থেকে ফিলিস্তিনের পতাকা-সহ আটক করা হয়। বাকি দুই জনকে আটক করা হয় জি-১ ব্লক থেকে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে চারজনের বয়সই ২০ বছরের আশেপাশে। ইজরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধে হামাসকে সমর্থন করতে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচকে বেছে নেয় তারা।

স্থানীয় পুলিশের ডিসি প্রিয়ব্রত রায়ের সঙ্গে আলাপকালে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসকে বলেন, ‘তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল, তা জানার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ময়দান থানার পুলিশ।’

সূত্র: ইত্তেফাক

রেমিটেন্স বাড়ছে: প্রতিদিন আসছে ১.৬৫ বিলিয়ন ডলার

দেশের অর্থনীতির অন্যতম সূচক বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভের অন্যতম প্রধান উৎস প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স আবারও বাড়ছে। গত সেপ্টেম্বরে বড় ধসের পর অক্টোবর মাসও শুরু হয়েছিল সেই পতনের ধারায়। তবে দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আশার আলো দেখা যাচ্ছে।

গত ২৯ অক্টোবর বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিটেন্স প্রবাহের সাপ্তাহিক যে তথ্য প্রকাশ করেছে, তা থেকে দেখা যায়, চলতি অক্টোবর মাসে প্রথম ২৭ দিনে প্রবাসীরা ১.৬৫ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন। পরিমাণটি গত সেপ্টেম্বর মাসের পুরো সময়ের চেয়েও ২৩.৫৯% বেশি। সেই সময় ১.৩৩ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স দেশে এসেছিলো। আর ২০২২ সালের অক্টোবরের পুরো মাসের চেয়ে ৮.১১ শতাংশ বেশি। তখন ১.৫২ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা।

অক্টোবর মাসের প্রথম ২৭ দিনে প্রতিদিনের গড় হিসাবে রেমিটেন্স এসেছে ৬ কোটি ১১ লাখ ডলার। একই হারে মাসের বাকি দিনগুলোতে ডলার আসলে অক্টোবর মাসজুড়ে মোট রেমিটেন্সের অঙ্ক ১.৯০ বিলিয়ন ডলার হতে পারে। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিদিনের এই গড় হিসাবে এসেছিল ৪ কোটি ৪৪ লাখ ডলার।
২০২০ সালের প্রথম দিকে পৃথিবীজুড়ে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে দেশে দেশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। লকডাউনে স্থবির হয়ে পড়ে ভৌগোলিক অর্থনীতি। সেই বছরে এপ্রিলেও ১.০৯ বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা। এর পর থেকে রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়তে থাকে।

প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সে সরকারের বিদ্যমান ২.৫% প্রণোদনার বাইরে গত ২২ অক্টোবর থেকে আরও ২.৫% প্রণোদনা দিচ্ছে ব্যাংকগুলো। অর্থাৎ কোনো প্রবাসী ১০০ টাকা দেশে পাঠালে তার সঙ্গে ২.৫০ টাকা যোগ করে দেশের প্রাপককে ১০২ টাকা ৫০ পয়সা দেওয়া হচ্ছিলো। গত ২২ অক্টোবর থেকে ১০২ টাকা ৫০ পয়সার সঙ্গে আরও ২.৫০ টাকা অর্থাৎ মোট ১০৫ টাকা পাবেন।

এই হিসাবে ১ থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত প্রবাসীরা ১৯ হাজার ৫০ কোটি টাকা রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন। তাদের মাধ্যমে প্রতিদিন ৭০৫ কোটি টাকা দেশে এসেছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দ্বিতীয় মাস অর্থাৎ গত আগস্টে ১.৬ বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। আর গত জুলাইয়ে ১.৯৭ বিলিয়ন ডলার দেশে এসেছে।

পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর জানিয়েছেন, ব্যাংকগুলোর ২.৫% বাড়তি প্রণোদনায় চলমান অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয় বাড়ছে। সেই সাথে হুন্ডি বন্ধ করা গেলে রেমিটেন্স আরও বাড়বে বলেও মনে করেন তিনি।